

আইভরিকোস্টে ছয়জন বাংলাদেশী সৈনিকের মৃত্যু

কাজী জহিরুল ইসলাম

মাঝরাতে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। আমি চিৎকার করে জেগে উঠলাম। সেই চিৎকার আর কেউ শুনলো না। আমার ভেতরে কোথাও তা ধোয়ার মতো মিলিয়ে গেল। একটা দুঃস্বপ্ন আমার ঘুমের করিডোর ধরে হেঁটে এসেছিল। আমি বাড়ি যাচ্ছি। জিয়ায় যখন প্লেন থামলো, তখন দেখি আমার স্ত্রী-সন্তানেরা প্লেনে নেই। ওটা কোন এয়ারলাইন্সের প্লেন ছিল? জানি না। স্বপ্নের মধ্যে অনেক কিছুই জানা যায় না। একজন কাস্টমস অফিসার কাছে এগিয়ে এলো। ওর মুখে বসন্তের দাগ। মাথার চুল কোকড়ানো। রুম্ফ চেহারার এই অফিসারটিকে দেখে আমি ভয় পেয়ে গেলাম। আমি কি একজন স্মাগলার? এই লোকটি এমন করে আমার দিকে তাকিয়ে আছে কেন? কাছে এসে লোকটি আমাকে স্যালুট করলো। স্যার, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ লাশগুলো ঠিকমতো নিয়ে আসার জন্য। আমার সমস্ত শরীর কাঁটা দিয়ে ওঠে। লাশ! লাশ কোথেকে এলো? আমিতো আমার স্ত্রী-সন্তানদের নিয়ে ছুটি কাটাতে দেশে এসেছি। এরপর একে একে ছয়জন সৈনিকের লাশ প্লেন থেকে নামানো হলো। এই প্লেনে আর কোনো যাত্রী নেই। বাংলাদেশের জাতীয় পতাকায় মোড়ানো ছয়জনের শবদেহ। কফিনের সামনে দাঁড়িয়ে আমি ওদেরকে স্যালুট করলাম।

ফোর্স ম্যাডিকেল অফিসার ডাক্তার শহিদ ফোন করে সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায়। ২৫ আগস্ট, ২০০৬। জহির ভাই, দুঃসংবাদ আছে। আমাদের ব্যানব্যাট-৪ এর একটি কনভয় ইয়ামুসুক্রে থেকে আবিদজানে আসার পথে ভয়াবহ রোড এক্সিডেন্ট করেছে। কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। আমি চমকে উঠি। বলেন কি? কমান্ডার ছিল কনভয়ে? হ্যাঁ ছিল। আমি বাঁ হাতে স্টিয়ারিং ধরে ডানহাতে মোবাইলের বাটন টিপি। কর্নেল হুমায়ূনের ফোন বিজি। অমায়িক মানুষ কর্নেল হুমায়ুন। ব্যানব্যাট-৪ এর কমান্ডার। এইতো মাত্র সেদিন সপরিবারে ইয়ামুসুক্রে থেকে ঘুরে এলাম। কর্নেল হুমায়ূনের আতিথেয়তার তারিফ করে শেষ করা যাবে না। অগ্নিতো হুমায়ুন আঙ্কেল বলতেই পাগল। আবার যাবো ইয়ামুসুক্রে। জল এখনো কথা বলে না। তবে ওর চোখ কথা বলে, সেই চোখেও হুমায়ুন আঙ্কেল। না, না, এ কিছুতেই হতে পারে না। হুমায়ুন ভাই? ইমপসবল। রাতেও পাচ্ছি না। অন্য কাউকে ফোন করা যায়। ডাক্তার শহীদে ফোন আবাও। জহির ভাই, ব্যানব্যাট-৪ না, ওটা ছিল ব্যানব্যাট-৩ এর কনভয়। পঁচজন এরি মধ্যে মারা গেছে। দুজনের অবস্থা খুবই খারাপ। এছাড়া আরো এগারজন ইনজুরড। আহতদের আবিদজানে নিয়ে আসা হচ্ছে। ডাক্তার শহীদে ব্যস্ততা বুঝতে পারছি।

কি হলো জহির? কিছু না, একটা দুঃস্বপ্ন দেখেছি। মুক্তিকে শান্তনা দিই। বোতল থেকে পানি খাই। বাথরুমে যাই। বারান্দায় হাঁটাহাঁটি করি কিছুক্ষণ। পিয়াকার সাথে চোখাচোখি হয়। তোর কি সমস্যা? তুই ঘুমাচ্ছিস না কেন? পাখিরাও কি মানুষের মনের কষ্ট বুঝতে পারে? ওরাও কি অধশব্দ শুনতে পায়, কুকুরের মতো? হাসাহেনার পাতা ছিঁড়ি। জল কেঁদে ওঠে, আমার স্পর্শ চায়। বিছানায় ফিরে আসি। ঘুম পালিয়েছে। ওকে বুঝি আজ আর ফেরানো যাবে না। একটা রিল্যাক্সিন? না থাক। ফোমের বিছানায় এপাশ-ওপাশ করাও বিপদ। অন্যদের ডিস্টার্ব হয়।

সকালে হুমায়ুন ভাইকে পেয়ে যাই। জহির ভাই শুনেছেনতো? ছয়জন মারা গেছে। এগারোজন আহত। মনটা খুব খারাপ। ওদের কয়েকজন কালই মাত্র প্লেন থেকে নেমেছে। বেচারারা ওদের মূল কর্মস্থল মান-এও যায়নি, টেম্পরারি ডিউটি করার জন্য আবিদজানের আমেরিকান স্কুলে যাচ্ছিলো। পথেই এই

ঘটনা। কিভাবে হলো? এখনো ঠিক জানতে পারিনি। একটি থ্রি-টন উল্টে গেছে। ওহ গড। কত আশা নিয়ে স্ত্রী-সন্তানের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বিদেশে এসেছে। ডলার পাবে। কারো নতুন ঘর হবে, কেউ এক টুকরো জমি কিনবে, কতো স্বপ্ন। ওদের চারপাশে উড়ে বেড়ানো রঙিন স্বপ্নগুলো বাড়ি ফিরেই ধরে ফেলবে। বিরহী স্ত্রী পথ চেয়ে বসে আছে। সন্তানেরা বাবাকে বিদায় দিয়ে মাত্রতো ঘরে ফিরলো। কবে ফিরবে বাবা, এবার শুধু দিন গোনার পালা। ওদের কারো কারো বাবা আর কোনোদিন ফিরবে না। ল্যান্স কর্পোরাল মিরাজ আহমেদ, ল্যান্স কর্পোরাল মোহাম্মদ আব্দুস সাত্তার, প্রাইভেট মোহাম্মদ মিজানুর রহমান, প্রাইভেট আব্দুল হালিম, প্রাইভেট মোহাম্মদ শহিদ মিয়া এখন আমাদের সকলের কাছ থেকে অনেক দূরে। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে কাজ করতে এসে অশান্তির আগুন জ্বলে উঠলো ছয়টি পরিবারে। এ আগুন, এ ক্ষত পৃথিবীর মানুষ কি দেখবে? এ আত্মত্যাগ হয়ত লেখা থাকবে মিডিয়ার পাতায় পাতায়। তবুওতো ক্ষত। রক্তপাত। ছয়টি পরিবারের বুকের গভীরে যে ক্ষত তৈরী হলো, এ ক্ষত শুকোবে কোন মলমে?

অফিসে ঢোকান পথে দেখি অ্যাকাটিং ফোর্স কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার মর্গন, কর্নেল সাকিব আর মেজর ইকবাল লবিতের দাঁড়িয়ে কথা বলছে। সবার চোখে-মুখেই শোকের ছায়া। ব্রিগেডিয়ার মর্গন বললো, জানেনতো ঘটনাটা। আমি বললাম, হ্যাঁ, জানি। আমার কণ্ঠ কাঁপছে। পুরো বাংলাদেশ কমিউনিটিতেই নেমে এসেছে গভীর এক শোকের ছায়া। কেউ ঠিকমতো কথা বলতে পারছে না। কিভাবে উল্টালো গাড়িটা? পেছনের চাকা ফেটে গিয়েছিল। তারপর পথের ঢালে। সামলাতে পারে নি ড্রাইভার। বেচারার কি দোষ? মাত্রতো সাতদিন হয় এসেছে। আইভরিকোস্টের বিশাল সব হাইওয়ে, লেফট হ্যান্ড ড্রাইভ আর হাই স্পিড ট্রাফিক, সবকিছুর সাথে হয়ত অতোখানি মানিয়ে উঠতে পারেনি।

কাল রোববার। লং ড্রাইভে যাওয়ার দিন। সমুদ্র স্নানে যাওয়ার দিন। সারা সপ্তাহের কর্মক্লান্তি ঝেড়ে সজীব হয়ে ওঠার দিন। কিন্তু বাংলাদেশীদের জন্য আটলান্টিকের জল এখন কেবলই এক বিষাদ সিঁকু। এই সিঁকু পেরিয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে আমাদের হয়ত বেশ খানিকটা সময় লাগবে। কিন্তু ওদের পরিবার? প্রার্থনা করি ওরাও যেন শোকটা সহ্যে পারে। শহীদ সন্তানেরা, আমাদের প্রিয় সোনামানিকেরা, মিরাজ, সাত্তার, মিজান, হালিম, জামান আর শহিদ পৃথিবীর বাগান থেকে এই ছয়টি ফুল ঝরে গেলেও বেহেশতের বাগানে যেন ছয়টি সুগন্ধি ফুল হয়ে ফোটে এই প্রার্থনাই করি।

আবিদজান, আইভরিকোস্ট

২৬ আগস্ট, ২০০৬